তারিখ 22 JAN 2016
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

ইসলামের আলোকে শিক্ষা ও শিক্ষকতা

মাওলানা আখতার হোসাইন ▷

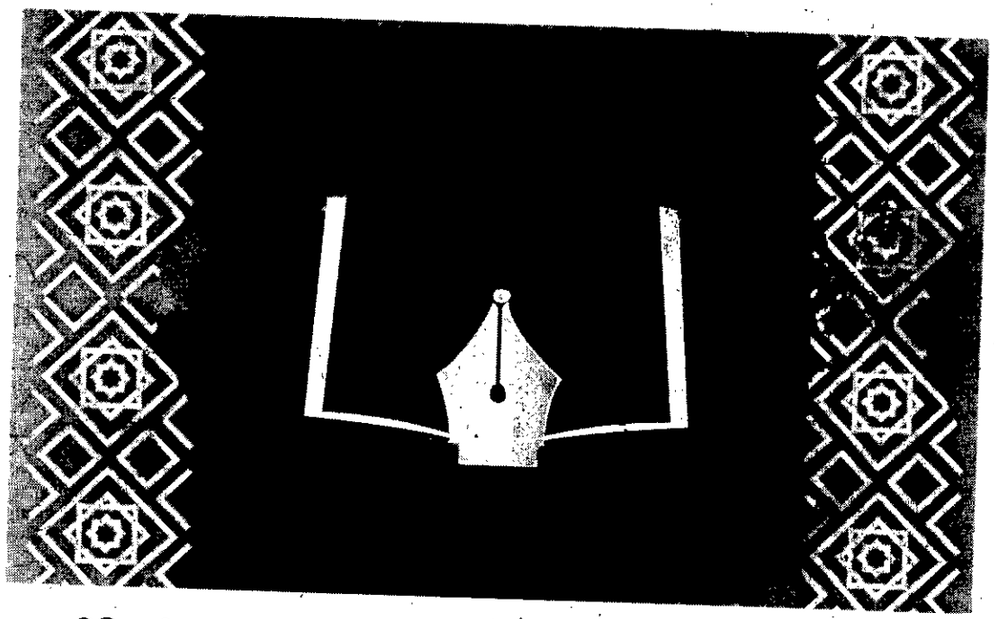

সভ্যতার প্রধান উপাদান হলো শিক্ষা। যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত। কোনো জাতি ও সভ্যতার উত্থান-পতনের সঙ্গে শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষার আলোয় মানুষ অন্ধকারকে জয় করে। অজ্ঞতার অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ পায়। মুক্তির পথের দিশা খুঁজে পায়। আলো-আঁধার, ভালো-মন্দ, হেদায়েত-গোমরাহি, নীতিনৈতিকতা ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পরখ করার অন্যতম মাধ্যম হলো শিক্ষা। শিক্ষা মানবপ্রাণের লুক্কায়িত পশুত্বকে অবদমিত করে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়। মানুষকে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অধিকারী করে তোলে। তাই শিক্ষাকে মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ১৯৭২ সাল থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সংবিধানের সব কয়টি সংশোধনীতেই বলা আছে—'(১৫) রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে ...(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা।' ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সর্বজনীন মানবাধিকারের যে ঘোষণাপত্র জারি করেছে, তার ২৬(ক) ধারায় বলা হয়েছে, 'প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে...।' কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী, ইসলামই সর্বপ্রথম মূর্খতা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বরং সব অধিকার ও কর্তব্য চাপিয়ে ইসলাম শিক্ষাকে সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কর্তব্য ও অধিকার বলে ঘোষণা করেছে। বিশ্বমানবতার মুক্তির উদ্দেশ্যে উচ্চারিত ইসলাম ধর্মের প্রথম আহ্বান এমন : 'পড়ো, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ো, তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত; যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান দান করেছেন। মানুষকে শিখিয়েছেন, যা সে জানত না।' (সুরা : আলাক, আয়াত : ১-৫)

মানুষের ওপর আল্লাহর যত নিয়ামত ও অনুগ্রহ রয়েছে, শিক্ষার নিয়ামতকে পবিত্র কোরআনে সবার ওপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'দয়াময় আল্লাহ, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে।' (সুরা আর-রাহমান : ১-৪)

এখানে মানব সৃষ্টির বিষয়টির ওপরে শিক্ষাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। পুরো সৃষ্টিজগৎ, এমনকি ফেরেশতাদেরও পেছনে ফেলে মানুষ যে মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে সমাসীন হয়েছে, তার মূলেও রয়েছে শিক্ষা। ফেরেশতাদের ওপর আদিপিতা হজরত আদম (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব এরই মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'আর তিনি আদমকে বস্তুজগতের যাবতীয় জ্ঞান শিক্ষা দিলেন।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ৩১) পড়া আর লেখার সমন্বয়ই শিক্ষা। আর লিখতে হলে দরকার কলমের। তাই কলমের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য পবিত্র কোরআনের একটি সুরার নামকরণ করা হয়েছে 'আল কলম' নামে। লিখিত ও গ্রন্থিত বস্তুকেই বলা হয় বই বা গ্রন্থ। আর আল্লাহ কোরআনের নাম রেখেছেন 'আল কিতাব' করে। যার অর্থ গ্রন্থ বা বই। বলা হয়েছে, 'এটা সেই কিতাব (বা গ্রন্থ); যাতে কোনো সন্দেহ নেই, আল্লাহভীরুদের জন্য এটি পথনির্দেশ।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২) শিক্ষার জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের। তাই আল্লাহ মানুষকে শেখানোর জন্য শিক্ষকও পাঠিয়েছেন। রাসুল (সা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।' (দারেমি) আর মহান শিক্ষক মহানবী (সা.) এসে ঘোষণা করলেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।' (ইবনে মাজাহ) শিক্ষা বিষয়ে বর্ণিত ইসলামের বাণীগুলো বুকে ধারণ করেই যুগে যুগে মুসলমানরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জানান দিয়েছে। গোটা পৃথিবী শাসন করেছে। আজকের পৃথিবীতে মুসলমানদের অনগ্রসরতা ও পশ্চাৎপদতা থেকে উত্তরণেও শিক্ষার বিকল্প নেই।

জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে

মহান আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এর মাধ্যমে মানুষ যেমন তার পার্থিব প্রয়োজন পূরণের উত্তম পন্থা আবিষ্কার করতে পারে, তেমনি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি, ন্যায়-অন্যায়বোধ এবং আখিরাতের সফলতা-ব্যর্থতার জ্ঞানও অর্জন করতে পারে। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর এ যোগ্যতা নেই। শিক্ষার মাধ্যমে অজানাকে জানার এবং জানা বিষয়কে কাজে লাগিয়ে অজানার সন্ধান করার যোগ্যতা একমাত্র মানুষেরই আছে।

> পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী, ইসলামই সর্বপ্রথম মূর্খতা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বরং সব অধিকার ও কর্তব্য চাপিয়ে ইসলাম শিক্ষাকে সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কর্তব্য ও অধিকার বলে ঘোষণা করেছে। বিশ্বমানবতার মুক্তির উদ্দেশ্যে উচ্চারিত ইসলাম ধর্মের প্রথম আহ্বান এমন : 'পড়ো, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন'

জাগতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা : পার্থিব জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর জ্ঞান অর্জন ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেও কাম্য। বিধানগতভাবে জাগতিক জ্ঞান দুই প্রকার : এক. যা চর্চা করা অপরিহার্য। দুই. যা চর্চা করা নিষিদ্ধ। প্রথমটি হচ্ছে, ওই সব জ্ঞান, যা জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। যেমন—চিকিৎসা, গণিত, এমনিভাবে কৃষি, রাষ্ট্রনীতি, প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান ও দর্শন ইত্যাদির মৌলিক পর্যায়ের জ্ঞানও অপরিহার্য। গোটা জনপদে যদি এই জ্ঞানের পারদর্শী কেউ না থাকে, তাহলে সবাই কষ্টে পতিত হবে। পক্ষান্তরে যা মানুষকে অকল্যাণের দিকে নিয়ে যায়, তা চর্চা করা হারাম। যেমন—ইসলামবিরোধী দর্শন, কুফরি সাহিত্য ইত্যাদি। তদ্রূপ অকল্যাণকর ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় চর্চা করাও নিষিদ্ধ। (ইহইয়াউ উলুমুদ দ্বীন : ১/২৯-৩০)

তবে হ্যাঁ, জাগতিক জ্ঞান অর্জনেরও একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় দিক রয়েছে, সে ক্ষেত্রে তা দ্বীনি খিদমত হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকে। যেমন—বর্তমান বিজ্ঞান-প্রযুক্তির চরম উন্নতির যুগে মুসলমানদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ পারদর্শিতা অর্জন; দ্বীন প্রচারের জন্য কম্পিউটার শিক্ষা ও অন্যান্য অত্যাধুনিক মাধ্যমগুলোর জ্ঞান অর্জন ইত্যাদি দ্বীনি খিদমতের উদ্দেশ্যে হলে তা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের খিদমত হিসেবে গণ্য হবে। কোরআনে কারিমে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 'তোমরা তোমাদের সাধ্যমতো শক্তি অর্জন করো।' (সুরা আনফাল : ৬০)

অনুরূপ হালাল পন্থায় জীবিকা উপার্জন, মাতা-পিতা ও আত্মীয়স্বজনের খিদমত, পরিবার-পরিজনের হক আদায়, সমাজসেবা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করলে এতেও সওয়াব রয়েছে। হাদিস শরিফে এসেছে, 'হালাল রিজিক সন্ধান সব মুসলমানের ওপর ফরজ।' (আল মুজামুল আওসাত : ৮৬১০)

ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা : ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে অসংখ্য আয়াত ও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং যাদের ইলম দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন।' (সুরা মুজাদালা : ১১)

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কোরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।' (বুখারি : ৫০২৭) অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।' (মুসলিম : ২৬৯৯) আরেক হাদিসে আছে, 'আল্লাহ তাআলা যাকে প্রভূত কল্যাণ দিতে চান, তাকে দ্বীনের প্রজ্ঞা দান করেন।' (বুখারি : ৭১) রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন, 'যে ইলম অনুসন্ধানে বের হয়, সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকে।' (তিরমিজি : ২৬৪৭)

তবে দ্বীনি ইলমের ওই ফজিলত লাভের জন্য শর্ত হলো 'ইখলাস' তথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম অর্জন করা। পার্থিব কোনো উদ্দেশ্যে দ্বীনি ইলম অর্জন করা হলে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। হাদিস শরিফে এসেছে, 'যে ব্যক্তি দুনিয়াবি স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে এমন ইলম শিখল, যা কেবল আল্লাহর জন্যই শেখা হয়, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।' (আবু দাউদ : হা. ৩৬৬৪) ইসলামের সূচনা থেকেই মহানবী (সা.) মানবজাতির মহান শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং ইসলামী শিক্ষার নিয়মনীতি প্রবর্তন করেন। তিনি নবুয়ত লাভের পর কাবাকে প্রথম শিক্ষায়তন হিসেবে ব্যবহার করেন। পরে তিনি মক্কা নগরীর ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে আরকাম বিন আবুল আরকামের বাড়িতে 'দারুল আরকাম' নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মহানবী (সা.) নিজেই এখানে হজরত আবু বকর (রা.), ওমর (রা.), ওসমান (রা.), আলী (রা.)সহ নবদীক্ষিত শিষ্যদের ইসলামের বিধিবিধান শিক্ষা দিতেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে হিজরতের পর মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার শুরু হয়। মদিনায় শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। নবী করিম (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই মদিনা এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ৯টি মসজিদ তৈরি হয়। এসব মসজিদে নামাজ আদায়ের পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো।

শিক্ষার ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয় জাতিসত্তা। কোনো জাতির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি হলো শিক্ষা। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ, জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে চরিত্র গঠন, জীবনের সব ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী ব্যক্তিত্ব তৈরি করা কেবল উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব। জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রধান উপকরণও শিক্ষা।

মহানবী (সা.) মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে জাহেলিয়াতের প্রগাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জাতিকে একটি বিশ্ববিজয়ী জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হন তাঁর মহান শিক্ষার মাধ্যমে। হজরত ওমর (রা.) ও হজরত ওসমান বিন আফফান (রা.) তাঁদের শাসনামলে এ খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারকদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন। যেমন—হজরত ইবনুল জাউজি (রহ.) তাঁর গ্রন্থ 'সিরাতুল উমরাইনে'র মধ্যে উল্লেখ করেন, হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.), হজরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর যুগে মুয়াজ্জিন, ইমাম ও শিক্ষকদের সরকারি ভাতা দেওয়া হতো। (সূত্র : কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ১৬৫) এ জন্য শিক্ষকদের সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। একই সঙ্গে শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণ প্রতিরোধ করাও সরকারের দায়িত্ব। শিক্ষকতা সম্মানজনক পেশা। এর উদ্দেশ্য কিছুতেই বিত্তবৈভবের মালিক হওয়া নয়। শিক্ষা কোনো বাণিজ্যিক পণ্য নয়, নয় ব্যবসায়ের সামান। তবে জীবন-জীবিকার অপরিহার্য বাস্তবতায় তাঁদেরও প্রয়োজন হয় অর্থকড়ির। সেই বাস্তবতা মেনে নিয়ে তাঁদের জন্য সম্মানজনক জীবিকার ব্যবস্থা করা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।

লেখক : পরিচালক, দারুল আরকাম ইনস্টিটিউট, টঙ্গী, গাজীপুর

কালের কণ্ঠ